দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষামন্ত্রীর নিকট আবেদন

সরকার শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নতুন জাতীয় পাঠ্যসূচিতে বইগুলোর ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন। এটা বর্তমান সরকারের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমার আকুল আবেদন এইযে, নতুন জাতীয় পাঠ্যক্রমের বইগুলো কি কলেজ-গুলোতে যথাযথ পড়ানো হচ্ছে? আমি একজন দরিদ্র দিনমজুর। আমার পুত্র এবছর স্টার নম্বর পেয়ে সাতক্ষীরা সরকারি কলেজে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে ক্লাসও চলছে। কিন্তু ক্লাসে শিক্ষক মহোদয়গণ মূল বিষয়বস্তু না পড়িয়ে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে সময় কাটান। কারণ তারা বাড়িতে ছাত্রছাত্রী পড়িয়ে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। সকাল বেলা তিনটি ব্যাচ ও বিকেল বেলা তিনটি ব্যাচে কমপক্ষে ১২০টি ছেলেমেয়ে এক একজন শিক্ষক পড়াচ্ছেন। দেখে মনে হয় যেন একটি নতুন কলেজ খুলেছেন। একজন গণিত শিক্ষক, পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষক, রসায়ন বিজ্ঞান শিক্ষক ও জীব ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান শিক্ষক, ইংরেজি শিক্ষক প্রতিমাসে কমপক্ষে ৩০ হাজার টাকা মাসে প্রাইভেট পড়িয়ে আয় করেন। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর নিকট থেকে ২০০ টাকা হিসেবে মাসিক বেতন নিয়ে থাকেন। সপ্তাহে মাত্র তিনদিন পড়ান।

আমার মতো দরিদ্র দিনমজুর লোকের পক্ষে কমপক্ষে ৫টি বিষয়ে পড়ানো অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সরকারি কলেজগুলোতে এক একজন শিক্ষকের মাসিক বেতন কমপক্ষে ১০ হাজার টাকা। তবুও শিক্ষকগণ সোনার হরিণ কেনার জন্য টাকার পেছনে ছুটছেন। ক্লাসে আর পড়ানোর মতো সামর্থ্য থাকে না। গল্প করে সময় কাটিয়ে দেন। তাই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর নিকট আকুল আবেদন, আমার মত দরিদ্র ঘরের সন্তানরা যেন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয়। এছাড়া প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় নম্বর কম পাওয়ার ভয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী স্যারদের কাছে পড়ছে। কারণ বিজ্ঞান শাখায় ছাত্রছাত্রীরের প্রাকটিক্যাল পরীক্ষায় স্যারেরা কম নম্বর এমন কি ফেল করিয়ে দিতে পারেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, কলেজগুলোতে প্রাইভেট পড়ানোর জমজমাট ব্যবসা যেন চিরতরে বন্ধ হয় সেই ব্যবস্থা করবেন।

কৃষ্ণপদ সরকার (অভিভাবক)
সুলতানপুর, সাতক্ষীরা।